ANTAK
অন্তক

International
{PEER REVIEWED RESEARCH ANNALS }

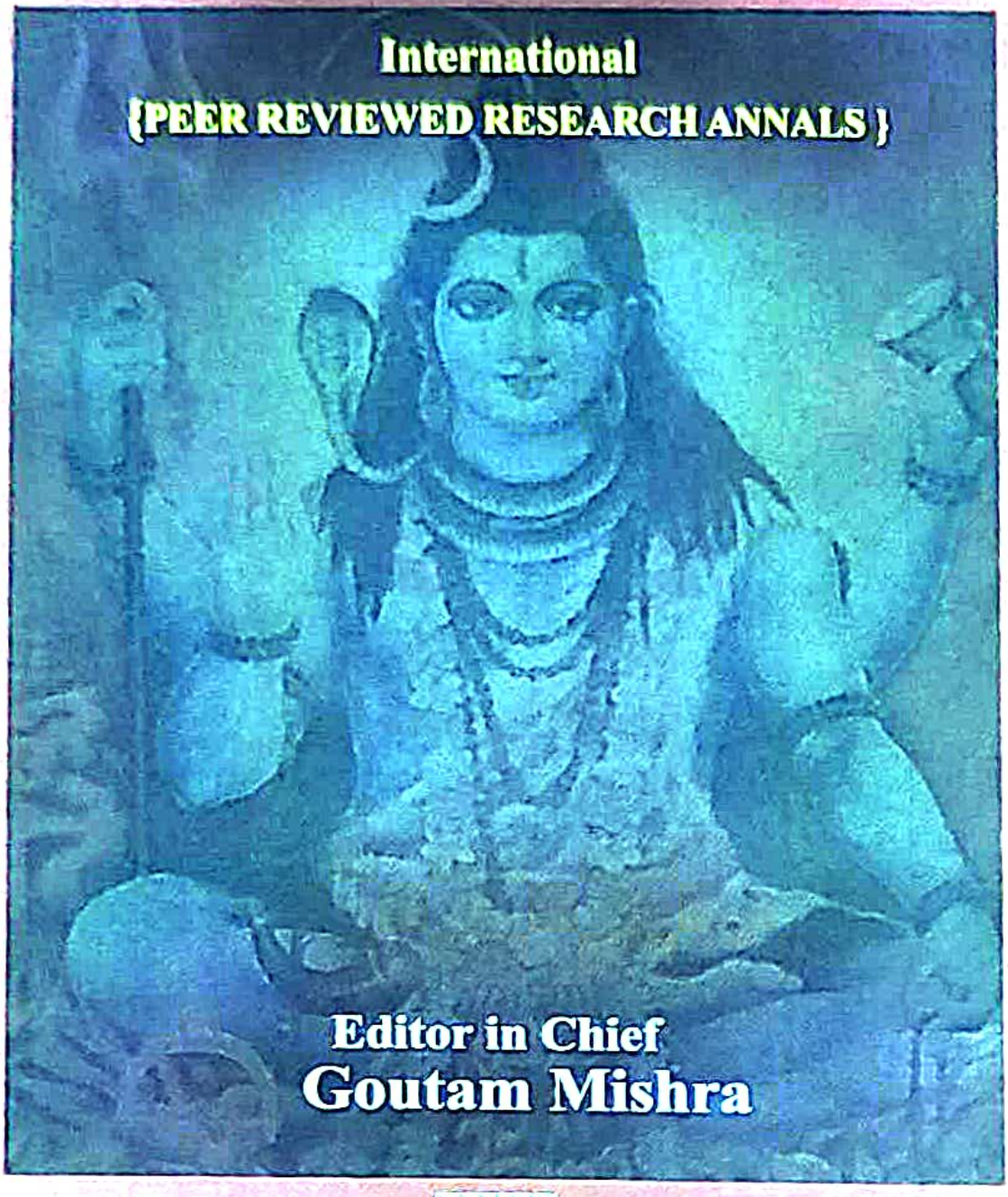

Editor in Chief
Goutam Mishra

DEPARTMENT OF SANSKRIT
Sovarani Memorial College
Jagatballavpur, Howrah, W.B. India
February, 2021

ANTAK

অন্তক

International

[PEER REVIEWED RESEARCH ANNALS]

Editor in Chief

Goutam Mishra

Sanskrit Pustak Bhandar

38, Bidhan Sarani, Kolkata

February, 2021

© Sanskrit Pustak Bhandar

Published : 15 February, 2021

ISBN : 978-93-87800-31-1

Type Setting by :
G D R Computer Centre
Krishna Ram Bose Street
Kolkata-700 004
Mobile : 9143626389
E-mail : ganapatighosh2009@gmail.com

Rs. : 500-00

Published by :
Debashish Bhattacharya
Sanskrit Pustak Bhandar
38, Bidhan Sarani
Kolkata-700 006

ANTAK

অন্তক

International
[Peer Reviewed Research Annals]

Editor in Chief
Goutam Mishra

DEPARTMENT OF SANSKRIT
Sovarani Memorial College
Jagatballavpur, Howrah, W.B. India
February, 2021

"Antak", International peer reviewed Research Annals. ISBN : 978-93-87800-31-1

Content

ছান্দোগ্য-উপনিষদে জগত-সৃষ্টি-প্রক্রিয়া	—Poulomi Banerjee	১
Nyāya and Vaiśeṣika System of Reality	—Manika Mandal	৬
Iconography of Buddha Image in Bengal	—Sujoy Bag	১৪
Inferior Consciousness in the Light of Thought in Literature—A Study	—Jubin Yasmin, Anirban Chakraborty, Dr. Somnath Das	২১
The Process Post-Partition Scheduled Caste refugee Migration from East Pakistan to Midnapore (1947-71)	—Palash Senapati	২৫
The Importance of Yoga in Twenty First Century	—Avishek Bera	৩৪
Philosophy in the Vaisesika sutras	—Jagadish Raptan	৪৩
KANT ON CAUSALITY	—Ramiz Raja Baig	৪৭
বাংলা বানান বিবিধ ও বর্তমান শিক্ষার্থীর সমস্যা	—উজ্জ্বল চৌধুরী	৫৭
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদী তত্ত্ব : সংক্ষিপ্ত আলোচনা	—স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য	৬৭
বিদ্রোহী কাজী নজরুল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ঃ স্বদেসিকতা ও প্রগতিশীলতা	—ডঃ জয়তী মাইতি	৭৮
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা	—রাহুল দেব বিশ্বাস	৮৫
বেণীসংহার নাটকে সামাজিক চিত্রণের বিশ্লেষণ	—সমর মণ্ডল	৯২
কারকের লক্ষণ প্রসঙ্গে এক অধ্যয়ণ	—শিবপদ মণ্ডল	১০০
নির্বাচন কমিশন : গণতন্ত্রের দ্বাররক্ষী	—শ্যামলী অধিকারী	১০৮
ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : পরোক্ষ গণতন্ত্রের রূপরেখা	—অভিজিৎ মান্না	১২০

স্বাধীনতার ঘরাণা : ততত্ব ও বিবর্তনের অভিমুখে	—সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল	১২৪
মানবাধিকার : নাগরিকের পথ ও প্রত্যয়	—অনুপ মণ্ডল	১৩৬
মনুসংহিতা ও অর্থশাস্ত্রের আলোকে "শিশুপালবধ"—মহাকাব্যের গুপ্তচর	—ড. শীলা চক্রবর্ত্তী	১৪৭
সামবেদের ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ একটি আলোচনা	—কৃষ্ণকলি মুখোপাধ্যায়	১৬০
সংস্কৃত সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রানুসন্ধান	—মৃণ্ময় মল্লিক	১৬৭
ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ	—যাদব বৈদ্য	১৭৫
বিবাহবিচ্ছেদপ্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রসমীক্ষা	—সাদিক মন্ডল	১৮৩
वैदिक वाङ्मयगत शासनतन्त्रम्	—জয়দেবদোলই	১৮৮
"এক জাতি, এক নির্বাচন" : ভারতবর্ষে সম্ভাবনার আলোকে একটি বিশ্লেষণ	—অশোক কুমার গিরি	১৯৬

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা

রাহুল দেব বিশ্বাস

সহ-অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব সব দেশ ও জাতির জীবনেই এক বাঞ্ছিত ও স্মরণীয় মুহূর্ত। আধুনিক ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ এক বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিবেকানন্দের অসীম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল। সংস্কৃতকে তিনি একটি উন্নত ও রুচিশীল ভাষা বলে মনে করতেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিবেকানন্দের আগ্রহের বীজ জন্মসূত্রেই তার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দুর্গাপ্রসাদ দত্ত নরেন্দ্রনাথের পিতামহ। তিনি সংস্কৃত ভাষাতে সুপন্ডিত ছিলেন। তাছাড়া পিতা বিশ্বনাথ দত্তও ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুনিপুণ। বিশ্বনাথ দত্ত পন্ডিত কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের টোলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। স্বাভাবিকভাবেই বিবেকানন্দও অল্পবয়সেই সংস্কৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

আমাদের মধ্যে স্বামীজী যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেটি ছিল এদেশের একটি ক্রান্তিকাল। সব দেশকেই অনেকগুলি ক্রান্তিকাল পার হয়ে বর্তমান কালে পৌঁছতে হয়। পাশ্চাত্যের মানুষ একে বলেছেন রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য হল সে যেমন বদ্ধ হয়েছে, তেমনি মুক্তও হয়েছে। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে।

পিতা-মাতার কাছ থেকে শৈশবেই বিবেকানন্দের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল যে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, তা থেকেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নৃসিংহ দত্ত সংস্কৃত ভাষা ভালই জানতেন। তিনিই নরেন্দ্রনাথকে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধাযুক্ত করে তুলেছিলেন। নৃসিংহ বাবু জানতেন, অল্পবয়সেই ভাষাজ্ঞান উপযুক্ত সময়। তাই তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেব-দেবীর সংস্কৃত স্তোত্র ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিখিয়েছিলেন। নৃসিংহ দত্তের চেষ্টাতেই তিনি নব উৎসাহে সংস্কৃতের সাথে ইংরাজীও শিখতে শুরু করেন। শিশু নরেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার প্রতি অনুরাগের বীজ উপ্ত করার জন্য নৃসিংহ দত্ত ভারতবর্ষ তথা

পৃথিবীবাসীর কাছে পূজনীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরতায় সন্তরণ করেছিলেন বলেই সেদিনের নরেন্দ্রনাথ আজ আমাদের বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়, ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায়, তাঁহার (বিবেকানন্দের) বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি দ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশরূপে ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান। তিনি যদি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন, তথাপি তাঁহার দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে সেগুলি পন্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত।"

নিবেদিতার এই মন্তব্য যে কতখানি সত্য, বিবেকানন্দের সামগ্রিক জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বকালের ও সর্বশ্রেণীর সংস্কৃত সেবীদের কাছে এ এক পরম আনন্দের ব্যাপার।

আমাদের দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করছিলেন এবং তার একটা রূপরেখা প্রস্তুত করছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করেননি। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষা এবং জাতীয় মর্য্যাদা সমার্থক। সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক কালে আমাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ 'সংস্কৃত' শব্দের মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি বা Culture তার পরিণতি লাভ করেছে। সেইজন্য এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের অতীত গৌরবের সঙ্গে বর্তমান অভ্যুদয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। তিনি মনে করতেন, 'সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব একটা শক্তির ভাব জাগিবে।'

নবজাগরণের সময়ে এদেশে অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখ। এঁদের কাজ হল দেশকে অন্ধকার থেকে নূতন যুগের আলোকে উদ্ভাসিত করা। ঠিক সেই সময়ে আরও একদল মানুষ এলেন যাঁরা এদেশের কোন কাজে 'ভূমা'-র সন্ধান পেলেন না। তাঁরা শেখালেন কিভাবে আমরা আমাদের জাতি, ধর্ম ও ভাষাকে অবহেলা করতে পারি। তারা প্রমাণ

করার চেষ্টা করলেন যে আমাদের থেকে তারা কত বেশী যোগ্য। মেকলে তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা না জেনে তিনি মন্তব্য করলেন

> "Therefore the ideas must be taught in the language of the people, at the same time, Sanskrit education must go on along with it, because the very sound of Sanskrit words gives a prestige and a strength to the race."

বেদ-উপনিষদের লুপ্ত অমূল্য রত্নময় ভান্ডারগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য অন্য আর একদল পন্ডিত এদেশের মানুষের সহায়তায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গঠন করে সেগুলির সংরক্ষণ ও পুনরায় প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে। বিবেকানন্দ উপনিষদের মহাবাক্যগুলি জীবনে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। সেগুলি হল

সত্যং বদ, ধর্মং চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব,
আচার্যদেবো ভব, অতিথি দেবো ভব।

বেদের প্রজ্ঞা যেন আমাদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতা দূর করে শেখাতে পারে

'ভূমৈব সুখমনাল্পে সুখমস্তি।'

অথর্ববেদ সংহিতার একটা সুন্দর শ্লোক স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন

"সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।"

তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ প্রাচীনকালে দেবতারা একমনা হয়েই তাঁদের যজ্ঞভাগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেবতারা একচিত্ত ছিলেন বলেই মানুষের উপাসনার যোগ্য হয়েছেন। একচিত্ত হওয়াই সমাজ গঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তিসংগ্রহ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। কারণ, এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর যে, ভারতের ভবিষ্যৎ এরই উপর নির্ভর করছে। এই ইচ্ছাশক্তিগুলোর একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ এই হচ্ছে রহস্য।

'ভারতীয় ভাষা'— এই শব্দের দ্বারা তিনি অনেক সময়েই সংস্কৃত ভাষাকে বুঝিয়েছিলেন বলে দেখা যায়। স্বামীজী কলম্বোয় একটি বক্তৃতাতে বলেছিলেন,

ভারতীয় ভাষার অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার একটি সম্মোহনী শক্তি আছে, যার দ্বারা এই ভাষা সমগ্র মানবজাতির উপর এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করেছে। বিবেকানন্দ মনে করতেন এবং বলতেন পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে যে 'উত্তম নীতিশাস্ত্র' প্রচলিত আছে, তার বেশ কিছু অংশ ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষায় রচিত শাস্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে।

কাঠিন্যের অপরাধে কোনও ভাষাকেই বর্জন করা উচিত নয় বিশেষতঃ সেই ভাষায় যদি অমূল্যরত্ন নিহিত থাকে। তাই যে সমস্ত পন্ডিত নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা বা অনাদর করতে সকল সময়েই সচেষ্ট, তারা অন্যান্য নানা বিষয়ে মহনীয় হলেও স্বামীজী তাদের ক্ষমা করতে পারেননি। জ্ঞানের গভীরতার জন্য, ভারতীয় ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এবং শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে হৃদগত করার জন্য সংস্কৃত ভাষার আয়ত্তীকরণ নিতান্তই প্রয়োজন একথা স্বামীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতেন। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা।" স্বামীজী মনে করতেন, ঐসব নীচু জাতীয় লোকেরাও যদি উচ্চবর্ণের লোকেদের শক্তির কারণস্বরূপ সংস্কৃত শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে জাতিভেদের বৈষম্য দুর হয়ে সমাজে সাম্য আসবে।

স্বামীজীর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত একথা যেমন সত্য, তেমনি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে একাধিক ভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা সম্ভব নয়। ইংরাজী ও মাতৃভাষা শিক্ষার সাথে সাথে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ, সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার ও মাধুর্য্যই ভারতবাসীকে মর্য্যাদা ও শক্তি প্রদান করে। স্বামীজীর ভাষায়—

> "A single shelf of a good European Library is worth the whole native literature of India and Arabia. I doubt, whether the Sanskrit literature will be as valuable as that of our Norman and Anglo-Saxon progenitors."

স্বামীজীর মত অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ সকল দেশ ও সকল যুগেই দুর্লভ। আর এই শক্তির মূল উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম হল তার ব্যাপক ও নির্মল সংস্কৃত জ্ঞান। অসংস্কৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেন—

"সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য এই পথ অবলম্বন কর।"

স্বামীজীর ভাষায়—

> "Sanskrit and prestige go together in India. As soon as you have that none dares say anything against you. That is the one secret; take that up."

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতিমন্ত্রটি রচনার ইতিহাস সর্বজনবিদিত। মন্ত্রটি হল—

> "স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
> অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"

স্বামীজী গুরুদেবের প্রণতিমন্ত্র তাৎক্ষণিক রচনা করে তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে ঘোষণা করলেন। স্বামীজীর দ্বারা রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র নিম্নে সংযোজন করা হল—

> ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিতগুণেভ্যঃ
> নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম
> মোহঙ্কসং বহুকৃতং ন ভজে যতোম
> তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।

অর্থাৎ ওঁ হ্রীং, তুমি ঋত অর্থাৎ সত্য, তুমি অচল অর্থাৎ স্থির, তুমি ত্রিগুণের বিজেতা আবার বিবিধ গুণের দ্বারা তুমি স্তরের যোগ্য। তোমার মোহবিনাশক সর্বজন পূজ্য চরণকমল আমি যেহেতু কাতরভাবে দিবারাত্রি ভজনা করি না, সে কারণে হে দীনবন্ধু তুমিই আমার আশ্রয়—

> স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
> হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রামিশ্রাম
> গিতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
> সোয়ং জাতঃ প্রথিত পুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম।

(কুরুক্ষেত্র) যুদ্ধের সময় যে প্রলয়সদৃশ বিরাট শব্দগর্জন উত্থিত হয়েছিল তাকে স্তব্ধ করে এবং (অর্জুনের) সহজাত ঘোরতর মহামোহরূপ অজ্ঞাননিশাকে দূর করে শান্ত ও মধুর গীতকে সিংহনাদরূপ গর্জন করে বলেছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ (শ্রীকৃষ্ণ) ই ইদানীংকালে রামকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিবেকানন্দ মনে করতেন সংস্কৃত একসময় কথ্য ভাষা ছিল। তিনি ক্যালিফর্নিয়ায় রামায়ণ সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> "The Sanskrit language and literature have been continued down to the present day, although for more than two thousand years, it has ceased to be a spoken language."

'তিনি বিদেশি পন্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি প্রণালী। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদরে সংস্কৃত-ভাষা যাবতীয় ভাষার ভিত্তি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রং উৎপাদন করে। ইংরাজী 'সুগার'—কথাটি সংস্কৃত 'শর্করা' হইতে উৎপন্ন।"

স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, সংস্কৃতকে গুরুত্ব দিয়ে তার পাশাপাশি জনসাধারণের মৌখিক ভাষাকে আশ্রয় করে প্রচারকার্য্য চালালেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর সাহিত্যের ও জ্ঞানচর্চার ভাষারূপেই সংস্কৃতের গুরুত্ব বেশী, সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেদ, উপনিষদ রামায়ণ, মহাভারত থেকে আরম্ভ করে কালিদাস ভবভূতির রচনাবলী, শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থরাজি, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি তাঁর রচনা-শৈলীকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া ন্যায়-বেদান্ত-সংখ্যাদর্শন, মীমাংসা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও তাঁর সাহিত্যচিন্তার পটভূমি নির্মাণে কম-বেশী প্রভাব ফেলেছে।

পরিশেষে আমরা এই কথাই বলতে পারি, তিনি খন্ডকালের হয়েও সর্বকালের। বিশেষ দেশের হয়েও সব দেশেই তাঁর সাদর প্রতিষ্ঠা। তিনি মনুষ্যত্বের সাধক। ভারত আত্মার বিগ্রহ। স্বামীজী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন ভারতবাসী যদি তার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে চায়, তবে তাকে কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করতেই হবে। আর ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃতভাষাকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা অসম্ভব। এভাবেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে এসেছে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের গুরুত্বের বিষয়টি। জাতীয় সংহতির বুনিয়াদকে কীভাবে সংস্কৃত ভাষা সুদৃঢ় করতে পারে, তা তিনি নানা দিক থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' স্বামী গম্ভীরানন্দ।
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা উদ্বোধন কার্য্যালয়।
৩. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৪. শিক্ষাপ্রসঙ্গ স্বামী বিবেকানন্দ।
৫. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।
৬. Complete Works of Swami Vivekananda.
৭. স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা : ২য় খন্ড, ৭৩/এ কালী টেম্পল রোড, কলকাতা-৭০০০২৬।